বিদ্যাসুন্দর

কাব্য

ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হৈল পাতশায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়্যে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রাজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥
দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়্যে নানা দ্রব্য ডালি লয়্যে
বর্দ্ধমান গেলা মজুন্দার॥
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গতঃ শুনিলা সেখানে॥
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিল গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হৈল॥

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার॥
সুন্দর মগন হয়্যে ভাটেরে বিরলে লয়্যে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহি কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদ্‌বর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

BANGODARSHAN.COM

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখি তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ধ্রু॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাসসাগরে॥
যদি কালী কূল দেন কুলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হৈল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায়ে ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জয়কশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক্ ধক্।
মণিময় আভরণ করে চক্‌মক্॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥
অতসীকুসুমাশ্যামা স্মরি সকৌতুক।

দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥
বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাতে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥
জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়॥
কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সলখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল
শঙ্খ ঘন্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শনশনি গজঘন্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি কাটে

BANGODARSHAN.COM

দূরে হৈতে শুনিতে তরাস॥
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হইতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যাবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যাবসায়ী
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম॥
দ্বারী কয় এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবা হরকরা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর॥
বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী হেতের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক ভরা দরবার ছলে লয়্যে ঘর দ্বার
খুর ধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়্যে আছি॥
সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখি লয়্যে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বখশীরে কয়ে॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোস দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥

BANGLADARSHAN.COM

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তার অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

গড় বর্ণন

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায়॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরু চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া
হেলয়্যে মলয় বায়॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন ইঙ্গিতে
ভারতে ফিরিয়া চায়॥ধ্রু॥

দ্বারীরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়ে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজঃপুত।
রাজার পালঙ্গ রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোট্ পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানি কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥
এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥
সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥
চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধুমধাম॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি॥

BANGOBASI.COM

পুরবর্ণন

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়্যেছে ভোর
মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে॥ধ্রু॥

চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী॥
উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘন্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকড়া ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।

BANGLADARSHAN.COM

চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়্যে মন্দ বহে মলয় পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদি গণ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভূবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম খানি॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশ গুণ হয়॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়্যে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধেণু হানে ফুলবাণ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুণ জ্বালে বকুলের ফুলে॥
হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কষিয়া॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে॥ধ্রু॥
দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদনজ্বলায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
বিবাগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে॥
কহে এক জন লয়্যে মোর মন
এ নব রতন ভূবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
আর কয় জন এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়্যে আমি সেবিব তারে॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥

BANGLADARSHAN.COM

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে॥
রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে॥

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে॥
মোহন চিকনকালা নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে॥
কস্তুরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে॥ধ্রু॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥
আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখিমত বেড়ায় ঘুড়িয়া।
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে॥
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে॥

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়্যে মরি॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥
খুঙ্গী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়্যে যাই তবে॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যাবসায়ী।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যা লাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।

ইহা হইতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়্যে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥

BANGODARSHAN

নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাসদাসী
বল হাট বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়্যে বেণে হয় চোর॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে

BANGLADARSHAN.COM

বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া॥
দর করে এক মূলে জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরুপণ কাহণেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার॥
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা॥
সুন্দর ওলান বোজা তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখাজোখা।
দিয়াছে যে কড়ি যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে॥
তোমার কথায় টাকা লয়্যে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥ধ্রু॥

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসি দেই খোঁটা।

BANGLADARSHAN.COM

যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেকা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি কহে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

BANGLADARSHAN.COM

মালিনী সহ সুন্দরের কথোপকথন

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজদরবার।
কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার॥
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাঁহার ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥
বাপধন বাছা রে বালাই যাউক দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়্যে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥

দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার রূপবর্ণন

নবনাগরী নাগরমোহিনী।
রূপ নিরূপম সোহিনী॥

শারদ পার্ব্বণ শীধুধরানন
পঙ্কজকানন মোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারত মানস মানস সরস
রাস বিনোদ বিনোদিনী॥ধ্রু॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায়ে তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥

BANGLADARSHAN.COM

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হৈল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥
দেশে২ এই কথা লয়্যে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত॥
ইথে বুঝি রুপসম নিরুপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।

লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
একদিন মোর গাঁথা মালা লয়্যে যাও॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥
ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধূমে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের দিবা পালা।

মাল্যরচনা

এ কি মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধু ব্রত পালিকা॥ধ্রু॥

BANGODARSHAN.COM

মালিনি আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।
কুসুমআকর কিঙ্কর তায়
মলয় পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিবে ভূপতি বালিকা॥
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নবরবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
অশোক কিংশুক মধুটগর
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর
গন্ধরাজ জুতি ঝাঁটি মনোহর
বাসক বক সেফালিকা॥
বান্ধলী পিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনারি পঁতি
গুলাব সেউতি দেশী বিলাতী
আচু কুরচীর জালিকা।
ধুতূরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে॥
মোহন মাবার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়

BANGODARSHAN

মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে॥
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়নকমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে॥ধ্রু॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি॥
পাত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু॥
গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল॥
তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী।
চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পুরিয়া দিল শর॥
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান॥
থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি॥
চিত্র কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে।

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি কয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করিসুতশুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।

দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥
বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়্যে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিতলোচনে॥

মালিনীকে তিরস্কার

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়্যে যেন যাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।

ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল রে হৈল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হৈল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুল বুকে ফুটিল॥
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

BANGLADARSHAN

মালিনীকে বিনয়

কহ ও লো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না ছলে॥
হীরা কহে শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল॥
কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভূবন বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর॥
বঞ্চি বার মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।

BANGODARSHAN.COM

পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়॥
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম॥
বুঝিতে তোমার আচার বিচার
সে কৈল এ ফুলখেলা।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা॥
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচল ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণি॥
থাক বঁধু লয়্যে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর॥
কামানল জ্বেলে যেতে চাহ টেলে
নাতিনীঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে
বাপার ভাল শাশুড়ী॥
এস বৈস এয়ো হৌক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন॥
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে॥
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমরপাঁতির দেখা॥
গৃধিনীগঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুঁড়াইয়া
থুলা ভুরু ধনু হুলে॥
অধরবিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখি॥
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
কামের কনকআশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণিপরকাশা॥
যুবতীর মন সফরীজীবন
নাভি সরোবর তার।
ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর॥
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
ভারত রসের চূড়া॥

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর আঁখি ছল ছল।
তোয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ

BANGODARSHAN.COM

ভজিব সে ব্রজরাজ লয়্যে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥ধ্রু॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি॥
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার॥
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মাবিনী আই তাহার উপায়॥
মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥
পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্যম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।

দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম॥

কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবীগলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ।
আকুল হৈল পূজা হয় অঙ্গহীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে কালী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
পূজা না হৈল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইলা আশ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদায়॥
আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা দুঁহারে দেখায়॥
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
শুভক্ষণে দরশন হৈল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।

ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব॥
দুহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ

প্রভাতে কুসুম লয়্যে হীরা গেল দ্রুত হয়্যে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি
পুরুষের আট গুণ মেয়ে॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম্ম শিঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয়॥
তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট॥
এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নট তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার॥
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোন রূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।

BANGODARSHAN.COM

হীরা কহে শিহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা ত না রবে॥
ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থহেতু
তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল॥
তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকাবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়্যে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায়॥
এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মতছাড়া কভু নয়॥
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া॥
কেবা দুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বূল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি॥
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলে জলের সঞ্চার॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাহার নারী

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥
বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্ট ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হৈল॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মতন করি হরি হয়্যে লউন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায়॥
এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হৈল॥

সন্ধিখনন

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করতলিতাসি বরাভয় মুণ্ডে॥
লক্ লক্ রসনে কড়্মড়্ দশনে
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অটঅটহাসে কটমটভাষে
নখরবিদারিত রিপু করি শুণ্ডে॥
লটপটকেশে সুবিকটবেশে
হুতদনুজাহুতিমুখ শিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।

কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥
কালের কামিনী কালী কপাল মালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥

স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥

অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়॥

কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনী বিদ্যার ঘরে হৈল সুড়ঙ্গ॥
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥
বান্ধিল স্ফটিক দিয়া তার চারি পাশ।
দেখিতে সুড়ঙ্গ শোভা বাড়িল উল্লাস॥
সুন্দরের চোর নাম তাইতে হৈল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ॥
ঊরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আদেশ রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবস অঙ্গ অলসে॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে॥
ওথায় সুন্দরী লয়্যে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুঃখের শূল॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখি এড়াইতে নারে।
আকাশে বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে॥
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তারে।
তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে॥
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুলের মালায় সূঁচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী॥
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে॥
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হৈল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে॥
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায় না চিন ইহায়
সুন্দর বিদ্যার বর॥

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দরের পরিচয়

এ কি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই।
ভুবনমোহন রূপ॥
কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন না দেখি এমন
মদনমোহন কূপ॥
থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনূপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ॥ধ্রু॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলা এথা দেহ পরিচয়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়্যে গিয়াছিল ভাট।
সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর॥
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদু স্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥
চোরবিদ্যাবিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধু জন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা॥
এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।

সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরী॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষা॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরণী॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥
লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাঃ
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোংবিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী

রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয় অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥

পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিচ্ছে চাদছাঁদ ডাকিলেক সেই॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডেতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যর সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হৈল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়্যে দেয় ভুলাইয়া॥

সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা কহে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন।
তত্ত্বন্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥
ত্রস্ত হয়্যে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ

নব নাগরী নাগর বিছরে।
লাজভয়ে আর কি করে॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥
সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে॥ধ্রু॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নুপূরে গীত গায়।

আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্নবিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার॥
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী॥
কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ।
গুন গুন গঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গাররসে লেগে গেল রঙ্গ॥

প্রস্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বাণী বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুইজনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥

বিহারারম্ভ

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধানধুতি পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয় লইল।
নলিনী যেন মত্ত করি ধরিল॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়্যে।
ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়্যে॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিহে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।

করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কালিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুঃখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে॥
তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে॥
রতিরঙ্গ রণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥ধ্রু॥

BANGLADARSHAN

বিহার

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে॥
রতিমদপাগর নাগরী নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥
ঝম্পই সঘন নিতম্বধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে।
শ্বাসপবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
দুহ তনু দুহ অবলম্বে॥
দুহ ভুজ পাশহি দুহ জন বন্ধন
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদনতরঙ্গে॥
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চিরদিন ভূক পিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝর ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা॥
পূরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ ধরণী ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥
চুম্বন চুচূকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে॥
অলস অবশ দুহ অঙ্গ অচেতন

BANGODARSHAN.COM

ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরে যায়ে॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি
লাজ কর কোন কাজে॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায়॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায়॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশঃ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায়॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায়॥
সহচরী চামর ব্যঞ্জন করে অঙ্গে।
রজনী হৈল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥

BANGODARSHAN.COM

বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
এ নয়নচকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥
এত বলি বিদায় হইলা থুঁথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি॥
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে বসিয়া মালা বসিলা মালিনী॥
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয়॥
ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তারে কি কৈলা উপায়॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়॥
তারে গিয়া কহিলা তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।

মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায়॥
বিদায় হৈল হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥
রন্ধন ভোজন করিয়া বসিলা সুন্দর।
মলিনীরে কন কথা সহাস অন্তর॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥
হাজার হাজার লোক রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়্যে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি॥
কোন পথে কোন মতে কেবা লয়্যে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥
লুকায়ে করিতে কাজ দুজনারি সাধ।
হায় বিধি ছেলেখেলা এ কি পরমাদ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ধাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥
বোলে চালে গেল দিবা আইলো যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা কে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥

শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমন নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥
গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মনঃ।
মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ॥
ভরত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর॥

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরী।
আজি দিনে দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমিলিনী বান্ধিয়াছে করী॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রশ দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥
কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা

BANGODARSHAN.COM

কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়॥
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বন্ধহ মৃণালভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়আকাশে॥
নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর
দুহে মিলি হাসিবে এখনি।
ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে॥
পুরুষের ভার যাহা নারী নাকি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি॥
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেয়ে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে॥
লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট॥
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।

BANGODARSHAN.COM

ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়্যে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কি লাভ নিগ্রহ সহিয়া॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি॥
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়্যে করহ কৌশল॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দেখ চুম্ব আলিঙ্গণ।
এ কি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ॥

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।

মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে॥
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নুপূর গাজে॥
দুশয়ে পতির অধর দলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥
ঘন ঘন ভুরুকামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষবাণে॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥
অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে॥
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়্যে রতিপতি পলায়॥
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞয় ভারত গায়।
হরি বল পালা হৈল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা।

BANGLADARSHAN

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী
তেলী মালি বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারত মনোহর হে॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥
কৌতুকে কামিনী লয়্যে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়্যে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেনে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হৈল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপিন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এ ত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাঁই।
কোথা হৈতে আসন আসন কোন্ ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া নাকি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরুকাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥

তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থব্রতে লয়্যে যাব দেশ দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কানাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে না কি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়্যে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হৈল দুই ভার॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়্যে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
সন্ন্যাসী প্রত্যহ কহে আনহ বিদ্যারে॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহ কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।

রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোরচূড়ামণি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আনি আর বার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে॥ধ্রু॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই॥
যবে আমি এথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
বিদ্যা বলে এড় মনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায়॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥
স্নান পূজা হেতু গেলা দামোদরতীরে।
ফুল লয়্যে গেল হীরা রাজার মন্দিরে॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনি কহ গো নাতনী ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে কানাকানি॥
কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর নাকি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥
দাড়ি তার তোমার বেণীর না কি বড়।
সন্ধ্যাহৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়্যে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে॥
হরগৌরী বিবাহের হৈল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি॥

তোমার হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়্যে সন্ন্যাসিনী হয়্যে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়্যে হাতে খোলা লয়্যে॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥
সেই সে আমার পতি যতদিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥
অদ্যাপি নাতনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুই ত মাসাস॥
আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরের সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকি।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥
তখনি কহিনু রাজা রাণীরে কহিতে।
কি বুঝে করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন সন্ন্যসী যদি জিনে লয়্যে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥
হীরে বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়্যে যেতে তার কাছে॥
সুন্দর বলেন মাসী ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে॥

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যাঅনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়্যে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ॥
দিবসে রজনীজ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান॥
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে এ কি হৈল দিবসে॥
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুঃখে মৌন হয়্যে হেঁটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী

BANGODARSHAN.COM

অমৃতে উঠিল হলাহল॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনি গেল রামা।
তোর ক্রেধানল লয়্যে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়্যে
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়্যে ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥
ফুল হাসে মোর দুঃখে সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি হজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্বপ্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়্যে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥
এরূপে সুন্দর যত চাতুরি কহেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায়॥
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কতদূর যায়॥
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব না কথা কহিয়া॥

BANGODARSHAN.COM

জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দররায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল॥
হৃদে ধরে রাঙ্গা পদ হৃদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে॥

সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কথামত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারতগোচর॥ধ্রু॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর॥
সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়্যে গেল এক দিন হীরার আগারে॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে আসি লয়্যে গেলা আপনার সারী॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী॥
সারীশুকবিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেখানে একবার হৈল কামযাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খাওয়াই॥
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥
দুইজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার।
এইরুপে নানামতে করেন বিহার॥
সুন্দরীর ছিল দিবা সম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ॥
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ॥
আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হইনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু॥

অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥
পরনারী মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥
তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে॥
আপন চিহ্নিতে কেন হৈলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনও নও॥
কখন না হৈল করিতে অভিসার।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়॥
ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হৈল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে বহুদিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হৈল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥
খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

****

বিদ্যার গর্ভ

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কাণাকাণি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে॥ধ্রু॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥
উদর আকাশে সুত চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে উচ উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হৈল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির॥
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥

BANGLADARSHAN.COM

অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়্যেছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হৈল সুখ তার হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ॥
পূর্ব্বেতে এসব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥
লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায়॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার

যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী

প্রণাম করিয়া পায়॥
ঠাকুরকন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি॥
দেখিলে আপনি যে হৌক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত॥
আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায়॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি॥
ও লো নিঃশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
আনিলি ডাকি ডাকিনী॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥

BANGLADARSHAN.COM

এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদার দিস্॥
আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিণী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি॥

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যার অনুনয়

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌন রহে
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই জানেন গোসাঁই
ভাল মন্দ ফলাফল॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চি এ বন্দীর মত।
নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত॥
রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হৈল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে॥
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।

BANGODARSHAN.COM

দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেতনিশান॥
তেমনি আমারে স্বপনবিহারে
পুরুষ সহিতে ভেট।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট॥
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইল মায়॥

রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
আলু থালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন॥
শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে ঝির বিয়া দায়॥
কি করিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুন প্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে

BANGLADARSHAN.COM

দিনের দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়্যেছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমনি আছিল গর্ব্ব তেমনি হৈল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত টেলে॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥
যে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে শুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিল বাহির দেয়ানে॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়॥

BANGODARSHAN.COM

কোটালে শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়্যেছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুঠিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া
দূর গেল ধরম ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীবনেয়াজ॥
পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল॥
রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়্যে বারি হৈলা দ্রুত হয়্যে
রহিলেন রাণী নিকটে॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে
কোন্ পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥
কি জানি কেমন চোর কাল হয়্যে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়

BANGLADARSHAN.COM

কেমনে পাইব তার লাগ॥
পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেজমত॥
রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার॥
কূট বিদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া
দশ দিক দেখে নিরখিয়া॥
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভরত সরস ভণে কোটাল সানন্দ মনে
কালী পুরাইলা মনোরথ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর॥ধ্রু॥

BANGODARSHAN.COM

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজিকে আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনি গাইয়া॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি বাড়িলে বুঝি বুদ্ধিসুদ্ধি যায়॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খাক সাপে॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥
যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরে রাখে তায়॥
যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।

সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥
যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়্যে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়্যে॥
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারত বিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডলফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ কাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিয়া মোরা
পীত ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়্যে আজি সোজা করি লয়্যে
ভারত রহিবে পহরিয়া॥

BANGODARSHAN.COM

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোটভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরীতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥
ধূমকেতু আপনি হৈল ধামধূমী।
তিন জন সাঁপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়্যে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যে বা যত জানে॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥
এই রুপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে॥
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা॥
সোনারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল শহর পনার চারি দ্বার॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল॥
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধুমধাম।

খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম॥
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশি॥
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দুর কপালভরা খাঁড়া করতলে॥
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধুম কাঁপিল শহর॥
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়্যে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥
ক্ষণমাত্র শহরে হৈল হাহাকার।
ফাটক হৈল জরাসন্ধ কারাগার॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বুধবারের দিবা পালা।

চোর ধরা

আজি ধরা গেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হৈল চূর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি অনেক করেছ চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগার ঘোরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ধ্রু॥

BANGLADARSHAN

ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ।
না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধুমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥
চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥
ধরিব মানুষ বটে হৈল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা॥
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর বার জন।

রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ

কোতোয়াল যেন কাল
খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ
হান হান হাঁকে॥
চোর ধরি হরি হরি
শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে
আর কারে ভয়॥
জয় কালি ভাল ভালি
যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প
জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট কাট কাট
মালসাট মারে।
কম্পমান বর্দ্ধমান
বলবান ভারে॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দায় তোর
পাছে চোর ভাগে॥

BANGLADARSHAN.COM

করে ধুম অতি জুম
নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ি পায় দড়ি
মারে ছড়ি বেত্রে॥
নঠশীল মারে কীল
লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক কাঁপে বুক
লাগে হুক আঁতে॥
কোন বীর শোষে তীর
দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার
যমধার দাপে॥
কোতোয়াল বলে কাল
রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর হৈলে ভোর
দিব চোর ভূপে॥
সব দল মহাবল
খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল সুখ
শত মুখ ভাষে॥
সুন্দরেরে শত ফেরে
সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায়
এ কি দায় মোরে॥
মরি মেন লোভে যেন
কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায়
কৈতে পায় লাজ॥
কত বরে বিয়া করে
কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষমনে
কত জনে মারে॥
হরি হরি মরি মরি
কি বা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে
তাপে দহে হিয়া॥
রাজা কালি দিবে গালি

BANGLADARSHAN.COM

চূণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই
কিবা দেই শালে॥
দরবার সব তার
চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ
ভগবান জানে॥
যার লাগি দুখভাগী
সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয়
তবু ভয় যায়॥
তার সমা নিরুপমা
প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল
যত কৈলা সেবা॥
সে আমার আমি তার
কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর
যাব কার কাছে॥
দিক্ দশ গুণে বশ
মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম
বদনাম শেষে॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ
পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিমরিষ
পেলে বিষ খাই॥
এই মত শত শত
ভাবে কত তাপ।
নত শির যেন ধীর
হড়পীর সাপ॥
ভারতের গোবিন্দের
চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম
আর কামপাশ॥

BANGODARSHAN.COM

সুড়ঙ্গদর্শন

সুড়ঙ্গের লৈতে টের
কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে
নামি তাতে যায়॥
ঘোরতম নিরুপম
কূপসম খানা।
কেহ ডরে পাছু সরে
কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে
দেখি বলে ভাল।
চল ভাই সবে যাই
দেখা পাই আল॥
পায় পায় সবে যায়
কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর
মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে ধুম করে
হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে
সবে মারে রাগে॥
আল জ্বালি যত ঢালী
গালাগালি করে।
কহে চোর ঘরে তোর
দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের পথে ফের
কোটালের তরে।
কেহ গিয়া বার্ত্তা দিয়া
তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল শুনি ভাল
খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর
মালিনীর ঘরে॥

BANGLADARSHAN.COM

আগুসরে চুলে ধরে
দর্প করি কয়।
কথা জোর বল চোর
কেবা তোর হয়॥
দেই গালি বলে শালী
কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা
বল কেটা মোরে॥
ভারতের রচিতের
অমৃতের ভার।
ভাষাগীত সুললিত
অতুলিত সার॥

মালিনী নিগ্রহ

মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়।
হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥
হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ঘাগী॥

BANGODARSHAN.COM

হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে॥
যুবতী বেটী বহুড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহু বেটি কারে দিনু ভেটী
যে বলে সে হবে কুড়ী॥
লোকের ঝি বহূ লয়্যে সদা থাক মত্ত হয়্যে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥
ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে॥
আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়্যেছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর॥
হীরারে হৈল ভয় কানে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোসাঁই
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়॥
শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটাল জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম॥
হাতে লোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে
যার ঘরে সিঁধ সে কি যায় নিদ
ইহা কব কার কাছে॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে॥
খুঙ্গী পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে॥
মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে॥
সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী।

BANGLADARSHAN.COM

মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী॥
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়্যে
কে জানে সিঁধেল চোর॥
যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁধ কাটা সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি॥
যত দিন আর জীব কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব॥
অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পূণ্যহেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু॥
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ফুল॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেংগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা॥
কোটাল কহে এ নয় দুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যা ঘটে
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ

প্রভাত হৈল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।

BANGODARSHAN.COM

কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধিরবানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুঃখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়্যে যে রহে পরাণ লয়্যে
ধিক ধিক তাহার পরাণ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥
প্রভু মোর গুণের সাগর
রসময় রূপের নাগর।
রসিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর॥
জননী ডাকিনী হৈল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী
অন্তঃপুরে করে কানাকানি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে

তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
হায় হায় হায় রে গোসাঁই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়্যেছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥
এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়্যে চলিল দুজনে লয়্যে
ভেট দিতে যেখানে রাজন॥
চোর লয়্যে কোতোয়াল যায়
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কানা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥
কেহ বলে এ চোর কেমন
এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন॥

নারীগণের পতিনিন্দা

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥ধ্রু॥

BANGODARSHAN.COM

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়্যে মরি॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥
ভূষণ লয়্যেছে কাড়ি হাতে পায় দড়ি।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মনঃ॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হৈল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুঃখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুঃখ॥
মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।

অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মনঃ।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
আর রামা বলে ইথে না বলিও মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥
বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥
তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুঃখ।
কোলশোভা হয়্যে থাকে এহ বড় সুখ॥
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে॥
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥

পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥
পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিৎ কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে॥
পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ে মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী॥
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।
করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবারই অধম॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয়্যে।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা পাইতে জঞ্জাল॥
কহে আর রসবতী গালভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণপ্রধান॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।

চিনির বলদ সবে একখানি গুণ॥
আমারে ভুলায়ে লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহুরীর॥
শেষ রাতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহুরীর॥
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক॥
যম সম ধরিতে পরের বাজেজমা।
নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতী যোগায়॥
আর রামা বলে সই এ ত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হইনু কাল॥
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হৈল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥

বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়্যে যায়॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত রতি বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥
দ্রুত হয়্যে চোর লয়্যে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

রাজসভায় চোর আনয়ন

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।

BANGLADARSHAN

বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায়॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুটিব এ চরণধূলায়।
ভরত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্রপদ পায়॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল।
গোলামগর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
পাঁচপুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥
সমুখে সেপাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥
ঘড়িয়াল দুই পাশে হাতে বালী ঘড়ি।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি॥
মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর॥
মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি॥
রবাব তুম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥
উজবুক কজ্জলবাস হাবসী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ॥
সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোয়ার॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেন কালে চোর লয়্যে দিলেক কোটাল॥
সারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত।

হাজির করিল চোরে নাজিরবিদিত॥
নারীবেশে দশভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার॥
হেঁটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায়॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে হউক জানা॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল॥
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর॥
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চিপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥
বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলে ভাল বাসি মাসী মাসী কয়॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা॥
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হৈল কুটিনী॥
নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়্যেছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥

রাজার হৈল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

লোকে মারে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর॥
সবে চোর হয়্যে মোরে ধরি লয়্যে
চোরবাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর॥
সবে করে পাপ ভঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর॥ধ্রু॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গা পার কর গালে চূণ কালি দিয়া॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়্যে যায়।
ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়॥
রাজার হীরার বাক্যে হৈল সংশয়।
আরজবেগীরে কহ লহ পরিচয়॥
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥
বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এইবার হৈল বড় দায়॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

রাজার নিকটে চোরের পরিচয়

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মাথায়॥
কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাজাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুরঠাকুর শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্মঅবতার তুমি ধর্ম্মঅবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার॥
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়্যে যায়॥
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ কথা তথা এই রঙ্গ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে॥
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মেরে দেহ।
জাতি লয়্যে থাক তুমি আমি যাই গেহ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ যপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥
ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল॥

চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া॥
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায়॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই॥
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর আর কেহ নয়॥
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ

মোর পরাণপুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥ধ্রু॥

BANGODARSHAN.COM

অদ্যপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

এখনো সে কনকচম্পকসুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার॥

অদ্যপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বদা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায় পরিল কানে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়বঅগ্নি বহে।
সুকৃতীর অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ তো নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন্ জন॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥

BANGLADARSHAN

শুকমুখে চোরের পরিচয়

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
সারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া॥
শুক পাকসাট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।
আ লো সারী দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামরূপে॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী॥
তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি সুরূপা তিনি
সেইমত ভূষণ বাহন॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে কহে কানাকানি
রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত।
মালিনী কহিল যাহা শুকপাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত॥
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয়॥
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় তাহিলে।
তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে॥
শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়
বড় মানুষের রীত এই॥

BANGLADARSHAN.COM

নিজপরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিলা ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা॥
রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল গঙ্গ ভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল॥
ভাটেরে আনিতে দূত ধায় দশ রাজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকার স্তুতি করে
কবিরায় গুণাকর কয়॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে॥
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
সৃক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘোর ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে।
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে॥
ভীতচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে।
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে॥
এহি দেহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে॥ধ্রু॥

BANGLADARSHAN.COM

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা॥১॥

আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥২॥

ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা॥৩॥

ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী॥৪॥

উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগোউপবীতা॥৫॥

ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষর মৃত্তিকা॥৬॥

ঋতুরূপা তুমি ঋষিঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি॥৭॥

৯কার বেদের নাম তুমি সে ৯কার।
৯ পড়িলে কি হবে ৯ কি জানে তোমার॥৯॥

এণরিপুবাহিনী এ একারন্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও॥১১॥

ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।

BANGODARSHAN.COM

ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা॥১২॥

ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস॥১৩॥

ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ॥১৪॥

অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি॥১৫॥

অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে॥১৬॥

কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা॥১৭॥

খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা॥১৬॥

গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী॥১৯॥

ঘন ঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘুনু ঘুনু ঘাঘর ঘন্টিনী॥২০॥

ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার॥২১॥

চন্দ্রচূড়া চন্দ্রঘন্টা চষকচুষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা॥২২॥

ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল॥২৩॥

জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তী গো জগতজননী॥২৪॥

ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত॥২৫॥

ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥২৬॥

টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার॥২৭॥

ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে॥২৮॥

ডাকিনী ডমরুডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥২৯॥

ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢঙ্কিনী॥৩০॥

ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হৈল ক্ষয়॥৩১॥

ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী॥৩২॥

থকারে পাথর তুমি থকারে মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে॥৩৩॥

দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী॥৩৪॥

ধরিত্রী ধাতার ধত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ॥৩৫॥

নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥৩৬॥

BANGLADARSHAN.COM

পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে॥৩৭॥

ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া॥৩৮॥

বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে॥৩৯॥

ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণবাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী॥৪০॥

মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশমহিলা।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা॥৪১॥

যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয়্যে যাই প্রায় এস যবযুতা॥৪২॥

রক্তবীজরক্তরসে রসিতরসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা॥৪৩॥

লহ লহ লক লক লোলে লোলজীহী।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহী॥৪৪॥

বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা।
বদ্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা॥৪৫॥

শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী॥৪৬॥

ষড়াননমাতা ষড়রাগবিহারিণী।
ষটপদবরণী ষড়ঋতুবিলাসিনী॥৪৭॥

সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সতের সুসার॥৪৮॥

হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া॥৪৯॥

ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥৫০॥

সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে॥

দেবীর সুন্দরে অভয় দান

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘন্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল॥
লোল জটা কেশপাশ অট্ট২ অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহী লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন॥
মুখ অতি সুবিস্তার সৃক্কেতে রক্তের ধার
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল॥
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে রবে ভুবন চমৎকার॥

BANGODARSHAN.COM

পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকালপ্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়্যে হৃদয়ে সে পদ লয়্যে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিতলোচনে॥
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশযানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয়॥
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া॥
দেবীর আকাশবাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায়।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায়॥
কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ॥
এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গ ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাট ভূপে কথা সুললিত॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতিনন্দন সুন্দর
ক্যোঁ নহি আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥

কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া॥
য়্যার কহা বহু প্যার কিয়া গজ বাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জনায়া॥

ভাটের উত্তর

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমি নায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হজার লাখ মৈঁ কহা বনায়কে॥
বূঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে।
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তঁহ গমায়কে।
আগুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈঁ গয়া জনায়কে।
পূছহূ দিবানজীসো বখসিকে মঙ্গায়কে॥
বূঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে॥
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শাষ ভূমি নায়কে॥
বেগমে কথা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে॥

ভগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে॥
চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হূ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

সুন্দর প্রসাদন

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী।
কুঠার বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাথী॥
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিলে দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব নৃত্যগীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান অবতার॥
দেব অনুভব জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ দূর কর অতিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥
হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জ্ঞেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায়॥

BANGODARSHAN.COM

বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ পর লোকের মঙ্গল॥
বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গুণি
গুরু পুরোহিত আদি লয়্যে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়্যে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥
হাসিয়া সুন্দর রায় অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্য জ্ঞান।
দেখি কাল রাঙ্গা পায় আনন্দে অবশ কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্ব জন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
বীরসিংহ জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়্যে চোর ছিলা সাধু হয়্যে
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হৈল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভাতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥ধ্রু॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়্যে কহ মোরে যেবা লয়্যে মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হউক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এতদিন ছিলা চোর হয়্যে।
সাধু হয়্যে দিনকত থাক আমা লয়্যে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥

BANGLADARSHAN.COM

কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥
বিদ্যা বল এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয়্যে শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরদায়ে লুঠিয়া লইলা মহারাজ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥
খুঙ্গী হইতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥
কত ভব ধরে কত হাব করে
রস সিন্ধু তরে ভাবতারণিয়া॥
নূপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্ঝন ঝননন কঙ্কণিয়া॥
লপট লটপট ঝপট ঝটপট
রচিত কচজট কমনিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর
বিষমশর শর দমনিয়া॥
সখীসকল মিলত মধুমঙ্গল গাবত
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঁ ঝিঁ তক ঝিমতক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
তত তত্তত তা তা থুং থুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া॥ধ্রু॥

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়্যে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই॥
হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ।
জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দুর উপর।
শাড়ী মেঘড়ম্বরে করিলা বাঘাম্বর॥
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া॥
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায়॥

বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে॥
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ॥
পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণের আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায়॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ।
এইখানে বার মাস রহ হে॥
বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে।
মজিবে কমল কুল সাজাবে মূলার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ধ্রু॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥১॥

BANGLADARSHAN.COM

জৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥২॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥৩॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্চনার ঝঞ্চনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥৪॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥৫॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমার প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥৬॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥৭॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতে বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোধৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥৮॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে এ সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥৯॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলধণু কামিজনে হানে॥১০॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন।

মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন॥
কোকিলহুঙ্কার আর ভ্রমরঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর॥১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদনবিলাস॥১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়্যে হর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥
বিস্তর নিষেধবাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়্যে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়্যে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়্যে পুত্রবধূ পৌত্র লয়্যে
মহোৎসবে মগন হইলা॥
রাজা গুণসিন্ধু রায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়্যে গুরু পুরোহিত

BANGODARSHAN

নানামতে কালীরে পূজিলা॥
সুন্দরের পূজা লয়্যে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়্যে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥
ব্রত হৈল প্রকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা॥
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুইজনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥
বিদ্যা সুন্দরেরে লয়্যে কালিকা কৌতুকী হয়্যে
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত

BANGODARSHAN.COM